অপূর্ব দত্ত

বাঘবন্ধু

যেই এঁকেছি বাঘের ছবি বাঘ বলল— শোনো,
তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে গিয়েছ কক্ষনো?
শুনেই আমার বুকের ভেতর উথাল-পাথাল ঢেউ,
আমি বললাম—যাইনি, তবে বলবে না কাউকেও।
বাঘ বলল—পাগল! বলে আমায় পিঠে নিয়ে
লেজ নাড়িয়ে উড়ে চলল মেঘের ভেতর দিয়ে।
মেঘ ছাড়িয়ে আকাশ এবং তারপরে সেই মাঠ
মাঠের শেষে ক্ষীরের নদী, শানবাঁধানো ঘাট।

বাঘ বলল—ঐ ওখানে মায়াকমল গাছে
রাক্ষস এবং রাক্ষসীরা মুখ লুকিয়ে আছে।
আমার তখন বুকের ভেতর মেঘ গুড় গুড় গুড়,
বাঘ বলল—চিনতে পার? এই তো অচিনপুর;
এখানেই তো রাজকন্যে দুধকুমারীর বাড়ি
দেখতে যাবে? যেতেই হবে, নইলে কিন্তু আড়ি।

বলতে বলতে সোনায় মোড়া সাতটা ঘোড়ার রথে
আমায় নিয়ে বাঘবন্ধু উড়ল আকাশপথে।
হঠাৎ আমায় চমকে দিয়ে আকাশ কালো করে
দুদ্দাড়িয়ে বৃষ্টি এল, ঝড় উঠল জোরে।
বুকের মধ্যে জাপটে ধরে আঁকার খাতাখানা
আমি বললাম—বৃষ্টি, আমায় ভিজিয়ো না ভাই, না না।

আচমকা এক শব্দ হতেই শিউরে উঠে শুনি
মা বলেছে—ফের ভিজছ? গা মোছো এক্ষুনি।
মোচড় দিয়ে কান্না পেল আঁকার খাতা ছুঁয়ে
বাঘবন্ধু হারিয়ে গেছে বৃষ্টিজলে ধুয়ে।

ngal Dec 24, 2025, 23:25

কবি: সুকান্ত ভট্টাচার্য

পুরনো ধাঁধা

বলতে পার বড়মানুষ মোটর কেন চড়বে ?
গরীব কেন সেই মোটরের তলায় চাপা পড়বে ?
বড়মানুষ ভোজের পাতে ফেলে লুচি-মিষ্টি,
গরীবরা পায় খোলামকুচি, একি অনাসৃষ্টি ?
বলতে পার ধনীর বাড়ি তৈরি যারা করছে,
কুঁড়েঘরেই তারা কেন মাছির মতো মরছে ?
ধনীর মেয়ের দামী পুতুল হরেক রকম খেলনা,
গরীব মেয়ে পায় না আদর, সবার কাছে ফ্যালনা
বলতে পার ধনীর মুখে যারা যোগায় খাদ্য,
ধনীর পায়ের তলায় তারা থাকতে কেন বাধ্য ?
'হিং-টিং-ছট্' প্রশ্ন এসব, মাথার মধ্যে কামড়ায়,
বড়লোকের ঢাক তৈরি গরীব লোকের চামড়ায় ॥

ngal Dec 24, 2025, 23:19

খোকার ইচ্ছে

উঠতে-বসতে বাবা হাঁকেন
'বলব তোকে কী আর,
তুই হবি এই দেশটা গড়ার
শ্রেষ্ঠ ইঞ্জিনিয়ার।'

মা তা-ই শুনে কন, 'খোকা, তুই
আমার কথা রাখ্,
ডাক্তারিতে হয় যেন তোর
দেশজোড়া নামডাক।'

দাদু বলেন, 'কী হবি তুই
আমিই সেটা জানি,
তুই হবি এক নোবেল-জয়ী
বিখ্যাত বিজ্ঞানী।'

একইসঙ্গে সবাই বলেন,
'এই প্রতিজ্ঞা কর,
সব পেপারেই তুলবি এবার
সব-সেরা নম্বর।'

আমার ইচ্ছে ঘুড়ি ওড়াই,
লাট্টু ঘোড়াই, আর
ক্রিকেট খেলি, ডুব-সাঁতারে
পুকুর করি পার।

কিন্তু সেসব করতে গেলেই
সবাই আসেন তেড়ে,
সবাই বলেন, 'বই নিয়ে বোস্
এক্ষুনি সব ছেড়ে।'

কী আর বলব, এখন আমার
অবস্থাটা এই,
লেখাপড়ায় দিন কেটে যায়,
কিচ্ছু খেলা নেই।

এক-এক জনের এক-এক ইচ্ছে,
সবাই দিচ্ছে তাড়া,
তার ফলে ভাই আমার নিজের
ইচ্ছে গেছে মারা।

কবি: নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী